দৈনিক সংবাদ
23

সংবাদ

তারিখ 20 SEP 1987
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ঢাকা : রোববার, ৩রা আশ্বিন, ১৩৯৪

বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি ঃ অভিভাবকদের কাছে উপাচার্যের চিঠি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থীর অভিভাবকের কাছে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন। তাতে আশা প্রকাশ করা হয়েছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থানকালে তাদের ছেলেমেয়ে অথবা ভাইবোন যাতে শিক্ষার্থীসুলভ আচরণ করে এবং নিয়ম-কানুনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকে সেজন্য তাঁরা যেন তাদের প্রভাব খাটান।

বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়েই নানা প্রকার অশান্ত এবং অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতি বিরাজ করছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ভবনকে তালাবদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি আমাদের উচ্চশিক্ষার অঙ্গনে বিরাজমান পরিস্থিতির প্রতীক হিসাবে দেশবাসীর উদ্বেগপূর্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। উল্লিখিত পত্রে উপাচার্য লিখেছেন, গত কয়েক মাস ধরে ক্যাম্পাসে অব্যাহত সন্ত্রাস ও আনুষঙ্গিক নানাবিধ প্রতিকূলতা শিক্ষাজীবনকে মারাত্মকভাবে বিপর্যস্ত করেছে এবং গত ১৪ ও ১৫ই জুলাই তিন তিনটি তাজা খুনের মধ্য দিয়ে সন্ত্রাসের চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটে। এর পরিণতিতে কর্তৃপক্ষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেন।

ঘটনার পরে দু'মাসের অধিক সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে। শিক্ষা ও পরীক্ষার সকল সময়সূচী বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। ছাত্র-সাধারণ, অভিভাবকবৃন্দ এবং দেশবাসী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কবে পুনরায় সচল হবে তার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করছে। ছাত্র প্রতিষ্ঠানসমূহের পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়কে খুলে দেবার দাবী জানানো হয়েছে।

অবশেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট আগামী ২৭শে সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় খোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। তার প্রস্তুতি হিসাবে ছাত্রাবাসগুলোকে 'পরিষ্কার' করার কিছু ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে এবং উপাচার্য অভিভাবকবৃন্দের নিকট একটি চিঠি লিখেছেন।

উপাচার্য নিজেও একজন অভিভাবক। আমরাও অভিভাবক হিসাবে এই আলোচনাটি শুরু করেছি। আমরা নিরীহ, নিরস্ত্র অভিভাবকবৃন্দ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অসহায় অবস্থার কথা উপলব্ধি করি। বস্তুতঃ দেশবাসী মাত্রই শিক্ষাঙ্গনের এই পরিস্থিতিতে যেমন উদ্বিগ্ন, তেমনি অসহায়। এমন অবস্থায় উপাচার্যের এই চিঠির মর্মার্থের প্রতি অভিভাবক মাত্রই সহানুভূতি পোষণ করবেন। তাদের যদি সাহায্য করার কোন উপায় থাকে তবে নিঃসন্দেহে তারা উপাচার্যকে সেই সাহায্য প্রদানে অগ্রসর হয়ে আসবেন।

বস্তুতঃ ১৪ই ও ১৫ই জুলাই কিংবা তার পূর্বের স্মৃতি বিস্মৃত তারিখগুলোতে যে সকল তরুণ শিক্ষার্থী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা আর কোন বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা শিক্ষায়তনের অঙ্গনে কিংবা পরিপার্শ্বে তাদের 'সহকারী' কোন উপদল বা 'আন্দোলনে' নিহত হয়েছে তারা সকলেই অভিভাবকদেরই সন্তান। কিন্তু বাস্তব জীবনের কি পরিহাস, সেই অভিভাবকদের কি কোন প্রভাব আছে এরূপ মর্মান্তিক ঘটনার যারা নায়ক সেই 'সন্তানদের' ওপর?

বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি নিয়ে আমরা অতীতে বিভিন্ন ঘটনা প্রসঙ্গে আমাদের মতামত প্রকাশের চেষ্টা করেছি। আমাদের উপ-সম্পাদকীয়তে একাধিক শিক্ষাবিদ ও লেখক 'বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্ত্র', 'অস্ত্রমুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়' প্রভৃতি শিরোনামে সমস্যাটির বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

কিন্তু সমস্যার তাতে সমাধান হয়নি। তথাপি বলার কথা বলা ছাড়া আমাদের তথা দেশবাসীর আর কি করার আছে? 'বিশ্ববিদ্যালয়' কথাটি বিশেষ এবং ব্যাপক অর্থবোধক। জ্ঞানের কথা ছাড়াও 'বিশ্ব' কথাটিও উল্লেখযোগ্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতির উন্নতিকল্পে লিখিত মহৎ চিঠিখানি প্রসঙ্গে আমরা শুধু এই বলতে পারি, যাহা 'বাংলাদেশ তাহা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়'। বাংলাদেশের রাজনীতি আজ অস্ত্রমুক্ত রাজনীতি নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার অঙ্গনও আজ অস্ত্রমুক্ত নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির জনৈক মুখপাত্র সম্প্রতি উক্তি করেছেন : শিক্ষা এবং অস্ত্র এক সঙ্গে বাস করতে পারে না। কথাটি যথার্থ। কেবল এই কথা নয়। রাজনীতি এবং অস্ত্রও এক সঙ্গে বাস করতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয়কে অস্ত্রমুক্ত করার ইচ্ছা ও আবেদনের সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসীর এই ঐকান্তিক কামনা যে দেশের রাজনীতিকে অস্ত্রমুক্ত করা হোক। কিন্তু সে বিষয়ও বিস্তারিত আলোচনার স্থান এটি নয়।

আমরা পরিশেষে কেবল এই বলব : যেমন সাধারণ অভিভাবকদের সাধারণ সন্তানরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্ত্রধারী নয়, তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং শিক্ষকবৃন্দ এবং তার প্রাতিষ্ঠানিক আইন-কানুনেরও অমান্যকারী নয়। কাজেই আলোচিত চিঠিখানি সাধারণ অভিভাবকদের ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়ত একজন অসহায় উপাচার্যের অসহায় অভিভাবকদের কাছে অসহায় আবেদন বৈ অপর কিছু বলে বিবেচিত হতে পারবে না। আসলে দেশবাসী যেমন, উপাচার্যও তেমনি জানেন চিঠিখানি ভুল ঠিকানায় প্রেরিত হয়েছে। সঠিক ঠিকানায় নয়। সঠিক ঠিকানায় যেদিন এরূপ আবেদন প্রেরিত হবে এবং সঠিক ঠিকানায় যেদিন যথার্থবোধ জাগরিত হবে সেদিনই মাত্র বাঞ্ছিত ফল ফলতে পারবে। তার পূর্বে নয়।

কিন্তু তার পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখা সমস্যার আদৌ কোন সমাধান নয়। সংঘাতময় বাস্তব জীবনে সততা, চরিত্র, আইন-শৃঙ্খলার প্রতি সম্মান প্রদর্শন, আইনের শাসন স্থাপনের নিরন্তর সংগ্রামের মধ্য দিয়েই আমাদের দিনাদিনের জীবন নির্বাহ করতে হবে। এমন জীবনযাপনের মাশুল কম নয়। সে মাশুল বাদে আমাদের দেশের ও জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাঞ্ছিত পরিবেশ যে সৃষ্টি হতে পারবে না, সে কথা আমাদের স্মরণে রাখতে হবে।